এসো দ্বীন শিখি

‘ইবাদতের মূলনীতি ও ‘আমল ক্ববূল হওয়ার শর্তাবলী কি ?

এটা সর্বজনজ্ঞাত বিষয় যে, সকল প্রকার ‘ইবাদত হলো তাওক্বীফিয়্যাহ্ অর্থাৎ ক্বোরআন ও ছুন্নাহ নির্ভর। শরী‘য়তের (ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র) মাধ্যম ব্যতীত ‘ইবাদত সম্পর্কে জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি মানুষকে আলাহ্‌র ‘ইবাদত করতে হবে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌তে প্রদত্ত বর্ণনা ও নির্দেশ অনুসারে এবং প্রতিটি ‘আমল ও ‘ইবাদত করতে হবে একমাত্র এক আলাহ্‌র জন্যে খাঁটি ও নিখাঁদভাবে। আর সর্বাগ্রে ‘ইবাদতকারীকে আলাহ্‌র একত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী হতে হবে। অর্থাৎ আলাহকে ﷻ তাঁর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলী, কর্ম ও অধিকারে এক ও অদ্বিতীয় বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।
যে কোন ‘আমল বা ‘ইবাদত যদ্দারা আমরা আলাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করতে চাই, সেই ‘আমল বা ‘ইবাদত সঠিক এবং আলাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় হওয়ার জন্যে তিনটি মৌলিক শর্ত রয়েছে, যা একত্রে; একসাথে পূরণ করতে হবে।
শর্তগুলো হলো যথাক্রমে:-
১) ঈমান। অর্থাৎ- ‘ইবাদতকারীকে আলাহ্‌র একত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী হতে হবে। কেননা আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি ঈমানকে অস্বীকার করবে তার সমস্ত ‘আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। (ছূরা আল মা-য়িদাহ-৫)
২) ইখলাছ। অর্থাৎ- নিয়্যাত বা সংকল্পকে একমাত্র আলাহ্‌র ‘ইবাদতের জন্য বিশুদ্ধ ও খাঁটি করতে হবে। মোটকথা ‘ইবাদতকে সম্পূর্ণরূপে সকলপ্রকার শির্‌কমুক্ত করে খাঁটি ও নিখাঁদভাবে এক আলাহ্‌র ‘ইবাদত করতে হবে। কেননা আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

অর্থাৎ:- তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আলাহ্‌র ‘ইবাদত করবে, সালাত ক্বায়েম করবে, ও যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (ছূরা আল বায়্যিনাহ্-৫)
৩) ‘ইবাদতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাছূলের ﷺ ছুন্নাত অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ- একমাত্র রাছূল ﷺ যেভাবে ‘ইবাদত করতে বলেছেন বা শিখিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই আলাহ্‌র ‘ইবাদত করতে হবে। কেননা আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

অর্থাৎ:- বলুন, তোমরা যদি আলাহ্‌কে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ করো।(ছূরা আ-লে ‘ইমরান-৩১)
অন্য আয়াতে আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

অর্থাৎ:- যারা আলাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আলাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাছূলুলাহ্‌র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (ছূরা আহ্‌যাব-২১)
এ সম্পর্কে রাছূল ﷺ বলেছেন:-
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

অর্থাৎ:-যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হলে তা হবে প্রত্যাখ্যাত। (সহীহ বুখারী)
ছূরা কাহ্‌ফ এর সর্বশেষ আয়াতে উপরোক্ত তিনটি শর্তের কথা একত্রে বর্ণিত রয়েছে। আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.

অর্থাৎ- বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই একমাত্র ইলাহ্। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন নেক কাজ করে এবং তার পালনকর্তার ‘ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে। (ছূরা আল কাহ্‌ফ-১১০)
এ আয়াতে আলাহ্ ﷻ তাঁকে (আলাহ্‌কে) এক ও অদ্বিতীয় মেনে নিয়ে নেক ‘আমল (ভাল কাজ) করার এবং ‘ইবাদতে তাঁর সাথে (আলাহ্‌র) কাউকে শরীক না করে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁর (আলাহ্‌র) ‘ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
উলেখ্য যে, নেক ‘আমল বলতে রাছূলের ﷺ ছুন্নাহ অনুযায়ী ‘আমলকেই বুঝায়।
‘আলামা হাফিজ ইবনে কাছির رحمه الله এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, উলেখিত শর্তগুলো যে কোন ‘আমল আলাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় হওয়ার মূল ভিত্তি। সকল হক্বক্বানী (সত্যিকার) ‘উলামায়ে কেরাম ও মোফাচ্ছিরগণ এ বিষয়ে একমত পোষন করেছেন।